121759 - ডসিকাউন্ট কার্ডরে হুকুম

প্রশ্ন

কুয়তেে ইউনভির্সটিরি ছাত্রদরে মাঝে কছিু ডসিকাউন্ট কার্ড বলিি করা হয়। ডসিকাউন্টরে পরমিাণ ৫% থকেে ২৫% পর্যন্ত। অনকে জায়গা থকেে এই ডসিকাউন্ট পাওয়া যায়; যমেন অনকে রস্টেুরন্টে, পোশাকরে দোকান, বুকস্টোর ইত্যাদি। কন্িতু লক্ষণীয় হলো: এই ডসিকাউন্ট পতেে হলে ৫ দনিার দয়িে একটি কার্ড ক্রয় করতে হয়। কউে কউে বলনে: এই মূল্যটি বজ্িঞাপন বা কার্ড বলিকিারী কোম্পানরি খরচ হসিবেে তারা নয়ে। এই কার্ড ক্রয় করা ও এটি ব্যবহার করা কি জায়যে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এ্যাডভারটাইজংি ও মার্কটেংি কোম্পানগিুলো কংিবা ট্রাভলেস এ্যান্ড টুর্স কোম্পানগিুলো কংিবা কছিু ট্রডে সন্টেোর যে ডসিকাউন্ট কার্ড ইস্যু করে থাকে এবং কার্ডধারীকে বভিন্নি পণ্য ও সার্ভসিরে উপর কছিু কোম্পানি ও প্রতষ্ঠিান নর্দিষ্টি অংকরে মূল্যছাড় দয়িে থাকে; এই কার্ডগুলো দুই ধরণরে:

এক. যে কার্ডগুলো আর্থকি মূল্যরে বনিমিয়ে বাৎসরকি গ্রাহক হওয়ার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

দুই. ফ্রি কার্ড। এগুলো সংশ্লষ্টি সন্টেোর বা প্রতষ্ঠিান তাদরে সাথে লনেদনেে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ক্রতোদরেকে উপহার হসিবেে দয়িে থাকে। কখনও কখনও ক্রতোর কনোকাটা নর্দিষ্টি একটা সীমাতে পৌঁছলে তাকে কার্ডটি দয়ো হয়।

যে কার্ডগুলো অর্থরে বনিমিয়ে পাওয়া যায় সগেুলো হারাম। যহেতেু এর মধ্যে নম্নিোক্ত শরয়ি লঙ্ঘন রয়ছে:

১। অস্পষ্টতা ও ধোঁকা। কনেনা ক্রতো ডসিকাউন্ট পাওয়ার জন্য কার্ডরে মূল্য হসিবেে নর্দিষ্টি অংকরে অর্থ প্রদান করনে। কন্িতু এই ডসিকাউন্টরে স্বরূপ ও পরমিাণ অজ্ঞাত। হতে পারে সইে ব্যক্তি এই কার্ডটি ব্যবহারই করবে না। হতে পারে কার্ডটি ব্যবহার করে সে যে পরমিাণ পরশিোধ করছেলি তার চয়েে কম পাবে কংিবা বশেি পাবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধোঁকানর্ভির ক্রয়বক্রিয় থকেে নষিধে করছেনে।[সহহি মুসলমি (১৫১৩)]

ধোঁকানর্ভির ক্রয়বক্রিয় হলো যাতে অজ্ঞতা রয়ছে।

২। এই লনেদনেটি ঝুঁকরি উপর প্রতষ্ঠিতি এবং লাভ ও লোকসানরে মধ্যে ঘূর্ণয়মান। ক্রতো কার্ডটি পাওয়ার জন্য যে মূল্য পরশিোধ করে এর মাধ্যমে সে ঝুঁকি নিয়ে। হয়তো সে লাভবান হবে; যদি সে যত পরশিোধ করছে এর চয়েে বশেি ডসিকাউন্ট পায়। নয়তো সে ক্ষতগ্রিস্ত হবে; যদি সে যত পরশিোধ করছে এর চয়েে কম ডসিকাউন্ট পায়। এটাই হলো শরয়িতে নষিদ্ধি জুয়ার স্বরূপ। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তগিুলো ও ভাগ্য নর্িণয়রে পাত্রগুলো— নোংরা, শয়তানী কর্ম ছাড়া আর কছিু নয়। অতএব এসব থকেে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[সূরা মায়দিা, আয়াত: ৯০]

৩। এই কার্ডগুলোর মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দয়ো হয় এবং তাদরে সম্পদ ছনিয়িে নয়ো হয়। প্রতশ্রিুত এসব ডসিকাউন্টরে অধকিাংশ কাল্পনকি ও অবাস্তব।

এসব দোকানগুলোর অনকে মালকি নজিইে দাম বাড়ায়। এরপর কার্ডধারীদরেকে দখোয় য,ে তারা মূল্য ছাড় দয়িছে।ে প্রকৃত অবস্থা হলো তারা ততটুকু মূল্য কমায় যতটুকু তারা অন্য দোকানগুলো থকেে বাড়য়িছেলি।

৪। এই কার্ডগুলো অনকে সময় ঝগড়া ববিাদরে কারণে পরণিত হয়। কারণ যে প্রতষ্ঠিান এই কার্ডটি ইস্যু করছে সে প্রতষ্ঠিান সকল ট্রডে সন্টোর, কোম্পানি ও ইস্টাবলশিমন্টেকে চুক্তকিৃত পার্সন্টেজিে মূল্যছাড় দতিে বাধ্য করতে পারে না। যার ফলে বষিয়টি ঝগড়াঝাটরি দকিে গড়ায়।

যা কছিু মতভদে ও ঝগড়াঝাটরি কারণ তা রোধ করা আবশ্যকীয়। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "বস্তুত মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায় তোমাদরে পরস্পররে মধ্যে শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি করতে এবং তোমাদরেকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থকেে বরিত রাখত।ে অতএব তোমরা কি (এসব) ছাড়বে?"[সূরা মায়দিা, ৫:৯১]

৫। এ ধরনরে ডসিকাউন্ট কার্ডে অন্য ব্যবসায়ীদরে ক্ষতি করা হয়; যারা এই ডসিকাউন্ট প্রোগ্রামে যোগদান করনে।ি

এ ধরণরে কার্ডরে সয়লাবরে ফলে এই ডসিকাউন্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী দোকানদার ও অংশগ্রহণ না-কারী দোকানদারদরে মাঝে শত্রুতা ও বদ্বিষে তরৈী হয়। যহেতেু ডসিকাউন্টদাতা দোকানগুলোর পণ্য বক্রিি হয়ে যায়; আর যে দোকানদাররো ডসিকাউন্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করনে িতাদরে পণ্য বক্রিি হয় না।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা (১০১৪)]

৬। ডসিকাউন্ট কার্ডরে গ্রাহক কার্ডরে যে ফসি পরশিোধ করে প্রকৃতপক্ষ এর কোন বনিমিয় নইে। সে যদি দোকানদারকে মূল্য কমাতে বলে হতে পারে সে কার্ডধারীদরেকে দয়ো প্রতশ্রিুত মূল্যছাড় পাবে কংিবা এর কাছাকাছি মূল্যছাড় পাব।ে তখন সে যে অর্থটি কার্ডরে মুল্য হসিবেে পরশিোধ করছে এর কোন আর বনিমিয় থাকে না। এটাই হলো অন্যায়ভাবে মানুষরে সম্পদ ভক্ষণ। কুরআনরে দললিরে ভত্তিতিে এটি নষিদ্ধি: হে ঈমানদাররো তোমরা তোমাদরে সম্পদ নজিদেরে মধ্যে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

রাবতো আলমে ইসলামীর অধভিুক্ত 'ফকিাহ একাডমেী'–র ১৮ তম অধবিশেনে এই কার্ডরে মাধ্যমে লনেদনে করা হারাম হওয়ার

পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে সিদ্ধান্তের ভাষ্য হলো: এ বিষয়ে উত্থাপিত গবেষণাগুলো ও সেগুলোর ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা শুনার পর সিদ্ধান্ত হলো: উল্লেখিত ডিসকাউন্ট কার্ড ইস্যু করা কিংবা ক্রয় করা নাজায়েয; যদি এককালীন মূল্য দিয়ে কিংবা বাৎসরিক মূল্য দিয়ে সেগুলো কিনতে হয়। যেহেতু এতে ধোঁকা রয়েছে। কেননা কার্ড ক্রয়কারী অর্থ পরিশোধ করে; অথচ সে জানে না যে, এর বিপরীতে সে কী পাবে। তাই এক্ষেত্রে লোকসান হওয়া সুনিশ্চিত। আর লাভ হওয়া সম্ভাবনাময়।

অনুরূপভাবে স্থায়ী কমিটি থেকে এই ডিসকাউন্ট শ্রেণীর কার্ড দিয়ে লেনদেনে করা হারাম হওয়া মর্মে ফতোয়া ইস্যু হয়েছে। এবং শাইখ বিন বায ও শাইখ উছাইমীনও এই ফতোয়া দেন।

[দেখুন: ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৬/১৪), ফাতাওয়া বিন বায (১৯/৫৮)]

আর ফ্রি কার্ডগুলো; যেগুলো বিনামূল্যে ক্রেতাকে প্রদান করা হয় সেগুলো ব্যবহার করতে ও সেগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হতে কোন বাধা নাই। কেননা কার্ডটি ফ্রি দেয়া হলে সেটি লেনদেনকে অনুদান শ্রেণীর চুক্তিতে পরিণত করে। অনুদান শ্রেণীর চুক্তিতে অস্পষ্টতা ক্ষমার্হ।

সারকথা হলো: ফ্রিতে পাওয়া কার্ড থেকে যদি ক্রেতা কোন ডিসকাউন্ট না পায় তাহলেও তার কোন লোকসান নেই।

এই মর্মে ফিকাহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত রয়েছে। তাতে আছে: যদি ডিসকাউন্ট কার্ডগুলো বিনামূল্যে ফ্রি ইস্যু করা হয়; তাহলে সেগুলো ইস্যু করা ও গ্রহণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। যেহেতু তখন সেটি অনুদানের কিংবা উপহারের প্রতিশ্রুতি শ্রেণীয়।

আরও জানতে পড়ুন:

শাইখ বাকর আবু যায়েদ লিখিত: بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية

এবং ড. খালিদ আল-মুসলিহ রচিত: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।